প্রভেদের বিরুদ্ধে অধিকার

সমান চিকিৎসালাভের অধিকার হ'ল মৌলিক অধিকার । তবে এটি শুধু রাজ্য চালিত সংস্থার বিরুদ্ধেই প্রাপ্ত হয়, ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয় । আইন অনুসারে কাউকে ধর্ম, লিঙ্গ, জাত, বর্ণ, বংশ বা জন্মস্থান ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই সামাজিকভাবে বা পেশাদারীভাবে কোনো সরকার-চালিত বা নিয়ন্ত্রিত সংস্থা প্রভেদ করতে পারে না ।

জনস্বাস্থ্য সম্বলিত অধিকারও মৌলিক, যা রাজ্য সর্বসাধারণকে প্রদান করতে বাধ্য । এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তি যদি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে যান বা সেখানে ভর্তি হতে চান, তাহলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না । যদি তাঁদের চিকিৎসা করতে কেউ অরাজী থাকেন, তাহলে আইনে তার প্রতিকার আছে ।

একইভাবে, এইচআইভি-সংক্রামিত ব্যক্তিকে তাঁর অবস্থার জন্যে কর্মক্ষেত্রেও প্রভেদ করা অনুচিত । কাউকে একটানা রোগভোগের কারণে কাজ থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে । কেউ যদি এইচআইভি পজিটিভ হন, অথচ অন্য সব দিক দিয়ে কাউকে ঝুঁকির মুখে না ফেলে কাজ করতে সক্ষম থাকেন, তাঁকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা চলবে না । এহেন অবস্থায় বরখাস্ত করলে সেই ব্যক্তি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন ।

তাই কুয়ো ব্যবহার করার মত সহজই হোক, বা বসস্থানের ব্যাপারে অরাজী হওয়ার মত গুরুতরই হোক, সবসময় মনে রাখবেন, আপনার সমান ব্যবহার পাওয়ার পুরো অধিকার আছে । আর সেব্যাপারে আশ্বাস দিতে আইন আপনার পাশে আছে ।

লায়ার্স কালেকটিভ এইচআইভি/এইড্স ইউনিট নিখরচায় আইনি সহায়তা ও পরামর্শ এইচআইভি/এইড্স সংক্রামিত ব্যক্তিদের দিয়ে থাকেন । আরো জানতে হলে, এখানে যোগাযোগ করুন :

লায়ার্স কালেকটিভ এইচআইভি/এইড্স ইউনিট, ৭/১০, বোটাওয়ালা বিল্ডিং, ২-য় তল, হর্নিম্যান সার্কেল, ফোর্ট, মুম্বই ৪০০ ০২৩
ফোন: ০২২-২৬৭৬২১৩/৯ ফ্যাক্স: ০২২-২৭০২৫৬৩
e-mail: aidslaw@vsnl.com

আপনি কি এইচআইভি/এইড্স দ্বারা আক্রান্ত ?

আপনার অধিকার চিনুন

আপনার মৌলিক অধিকার

ভারতে, আইনের চোখে প্রত্যেকেই মৌলিক বা প্রাথমিক অধিকার পাওয়ার যোগ্য। এবং তা' মানুষের ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ওপর নির্ভর করে না। আর যদি কেউ এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হন, সেক্ষেত্রেও এই অধিকার পরিবর্তিত হয় না। আপনার এবিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি যে আপনার মৌলিক অধিকারগুলো কী, আর একথাও মনে রাখা দরকার যে সেগুলি লঙ্ঘন করলে আপনার কী করণীয়। এইচআইভি-র পটভূমিকায় তিনটি সবচেয়ে জরুরি অধিকারের বিষয়ে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হ'ল।

জ্ঞাত সম্মতির অধিকার

সম্মতি হ'ল মূলতঃ কোনোকিছুতে রাজী হওয়া। আইনের ভাষায়, সম্মতি হ'ল দু'জন মানুষের **একই অর্থে একই বিষয়ে** রাজী হওয়া

- সম্মতি, **অভিব্যক্ত** হতে পারে, যা মৌখিক বা লিখিতভাবে হওয়া সম্ভব, বা আচরণ কিম্বা হাবভাবের মাধ্যমে যেমন মাথা নাড়া ইত্যাদি দ্বারা **প্রকাশিত** হতে পারে।
- সম্মতি **সাধারণ** হতে পারে, যখন তা' নানারকমের জিনিসের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়, বা নির্দিষ্ট হতে পারে, যখন তা' কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়।

- **সম্মতি মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়**। তবে যদি তা' অবদমন, ভুলভ্রান্তি, ভুল অভিব্যক্তি, জালিয়াতি বা অন্যায্য প্রভাবের মাধ্যমে নেওয়া হয়, তাহলে আর তা' মুক্ত থাকে না।
- এছাড়া, সম্মতি **জ্ঞাত** হওয়াও আবশ্যক। এটি বিশেষ ক'রে ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে জরুরি। ডাক্তার আরো বেশি জানেন এবং রোগী তাঁকে বিশ্বাস করেন। কোনো রকম ওষুধের চিকিৎসা করার আগে, তাতে জড়িত ঝুঁকি এবং অন্য যেসব বিকল্প আছে, সেবিষয়ে ডাক্তারের রোগীকে জানিয়ে রাখা কর্তব্য, যাতে রোগী সবকিছু জেনেবুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে তিনি সেই চিকিৎসা করাবেন কি না।
- এইচআইভি-র বহিঃপ্রকাশ অন্যান্য বেশিরভাগ অসুখের থেকে একেবারে আলাদা। আর সেইজন্যেই এইচআইভি-র ক্ষেত্রে রোগীর কাছ থেকে **সুনির্দিষ্ট ও জ্ঞাত সম্মতি** পাওয়া দরকার। অন্য কোনো চিকিৎসামূলক পরীক্ষায় সম্মতিকে এইচআইভি পরীক্ষার সম্মতি ব'লে ধ'রে নিলে চলবে না। যদি জ্ঞাত সম্মতি না নেওয়া হয়, তার মানে আপনার অধিকারের অমর্যাদা করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্যে আপনি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

কী-কী পরীক্ষা আর ওষুধপত্র আপনাকে নিতে বলা হচ্ছে এবং কেন তা' বলা হচ্ছে, সেবিষয়ে সবসময় আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে যেন ভুলবেন না। তাতে ক'রে আপনি আপনার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যাগুলির কথা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। বেশিরভাগ ডাক্তারই আপনাকে সাহায্য করতে সময় দেবেন। হাজার হোক, সেইজন্যেই তো তাঁরা আছেন!

গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার

গোপনীয়তাকে সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে নিজের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য সংরক্ষিত রাখা, ঠিক গুপ্ত রহস্যের মত।

- গোপনীয়তার প্রশ্ন ওঠে যখন বিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল কোনো গোপন সম্পর্কে কোনো গোপন তথ্য একজনের থেকে আরেকজনের কাছে পর্যবসিত হয়। এরকম সম্পর্কে যদি গোপন তথ্যের আদানপ্রদান হয়, তবে তা' অতি অবশ্যই গোপন রাখা উচিত।
- যদি আপনি আপনার বিশ্বস্ত কাউকে গোপনে কিছু বলেন, আর তিনি অন্য কাউকে সেকথা জানিয়ে দেন, তাহলে তা' গোপনীয়তার অবমাননা ব'লে ধরা হয়।
- ডাক্তারের প্রাথমিক কর্তব্য হ'ল রোগীর প্রতি এবং রোগী তাঁকে যেসব গোপন তথ্য জানান তা' অব্যক্ত রাখা। যদি আপনার গোপনীয়তার অবমাননা ঘটে বা তার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ দাবী ক'রে আপনি আদলতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার রাখেন।
- পিডব্লুএ-গণ অর্থাৎ যাঁদের এইচআইভি/এইড্স আছে, তাঁরা প্রায়শই আদালতে গিয়ে তাঁদের অধিকারের দাবী জানাতে দ্বিধা করেন, তাঁদের এইচআইভি অবস্থার কথা লোক জানাজানি হবার ভয়ে। তবে তাঁরা 'পরিচয় গোপন রাখা'-কে কাজে লাগাতে পারেন যেখানে কোনো ব্যক্তিসাধারণ ছদ্মনাম (তাঁর আসল নাম নয়) ব্যবহার ক'রে প্রতিবাদ করতে পারেন। এই সুবিধের মাধ্যমে আশ্বাস পাওয়া যায় যে পিডব্লুএ-গণ সামাজিক অপবাদ বা প্রভেদের ভয় ছাড়াই আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।